দামুড়হুদায় জাতীয় গোল্ডকাপ ফুটবল টুর্নামেন্ট খেলা উদ্বোধন

দামুড়হুদা শেখ রাসেল মিনি স্টেডিয়ামে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান জাতীয় গোল্ডকাপ ফুটবল টুর্নামেন্ট বালক (অনূর্ধ্ব-১৭) উদ্বোধন করা হয়েছে।

আজ শুক্রবার বিকাল ৪টার দিকে দামুড়হুদা উপজেলা প্রশাসনের আয়োজনে অনুষ্ঠানে দামুড়হুদা উপজেলা নির্বাহী অফিসার রোকসানা মিতা’র সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন দামুড়হুদা উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান আলী মুনছুর বাবু।

বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন দামুড়হুদা উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) সজল কুমার দাস।

দামুড়হুদা প্রেসক্লাব সভাপতি ও ক্রীড়া সংস্থার সাধারণ সম্পাদক এম নুরুন্নবী’র সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে আরো উপস্থিত ছিলেন, উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার আব্দুল মতিন, দামুড়হুদা মডেল থানার ওসি অপারেশন শফিউল আলম, জেলা ফুটবল এসোসিয়েশনের সভাপতি মোঃ এখলাস উদ্দিন সুজন, দামুড়হুদা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের মেডিকেল অফিসার ডাঃ মোখলেছুর রহমান ও আবু বক্কর সিদ্দিক, দামুড়হুদা সদর ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান হযরত আলী, জুড়ানপুর ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান সোহরাব হোসেন, নতিপোতা ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান ইয়ামিন আলী, দামুড়হুদা সদর ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক শফিউল কবির ইউসুফ।

উদ্বোধনী দিনে সাবেক চ্যাম্পিয়ন জুড়ানপুর ইউনিয়ন একাদশ বনাম নতিপোতা ইউনিয়ন একাদশ। খেলা অনুষ্ঠিত হয়।

খেলায় রেফারি দায়িত্ব পালন করেন সৈয়দ মাসুদুর রহমান, সুবাস চন্দ্র, ইউসুফ আলী ও শহিদ আজম সদু। খেলায় ধারাভাষ্যকার ছিলেন শামীম খাঁন ও মোস্তাফিজুর রহমান।

নির্ধারিত সময়ে কোন গোল না হওয়ায় ট্রাইবেকারে জুড়ানপুর ইউনিয়ন একাদশ ২-১ গোলে নতিপোতা ইউনিয়ন একাদশকে পরাজিত করে।

পবিত্র কোরআন অবমাননা করায় দামুড়হুদায় ধর্মপ্রাণ মুসলমানদের বিক্ষোভ

সুইডেনে মহাপবিত্র ধর্মগ্রন্থ আল কোরআন অবমাননা করার প্রতিবাদে দামুড়হুদা উপজেলার হাউলী ইউনিয়নের স্কুল বৈটতলা নামক স্থানে বিক্ষোভ মিছিল ও প্রতিবাদ সমাবেশ করেছে ধর্মপ্রাণ মুসলমানেরা।

আজ শুক্রবার বাদ জুম্মা উপজেলার হাউলী ইউনিয়নের স্কুল বৈটতলা থেকে বিক্ষোভ মিছিল বের হয়। বিক্ষোভ মিছিলটি বিভিন্ন সড়ক প্রদক্ষিণ শেষে পরে একই স্থানে ফিরে এসে প্রতিবাদ সমাবেশ করে ধর্মপ্রাণ হাজারো মুসলিম।

দামুড়হুদা উপজেলার হাউলী ইউনিয়নের সর্বস্তরের মুসলিম তৌহিদী জনতার আয়োজনে “এক হও মুসলিম বিশ্ব এক হও” স্লোগানে উপজেলার হাউলী ইউনিয়নের স্কুল বৈটতলা থেকে এক প্রতিবাদ মিছিল বার করে বিভিন্ন সড়ক প্রদক্ষিণ করেন হাজারো ধর্মপ্রাণ মুসলিম জনতা। বিক্ষোভ মিছিলটি শেষে একই স্থানে এসে প্রতিবাদ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়।

সমাবেশে বক্তারা বলেন, বিশ্বের শতকোটি মানুষের (ইসলাম ধর্মের) পবিত্রগ্রন্থ আল কোরআন কে অবমাননা করা সুইডেনের ইহুদিদের মানসিক রোগ। সুইডেন সহ বিভিন্ন ইহুদি সম্প্রদায়ের কারণেই আজকে বিশ্বের কোটি কোটি মানুষের বিশ্বাসকে আঘাত করার প্রবনতা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। ফলে পুরো বিশ্বব্যাপী অশান্তি ছড়াচ্ছে ও ধর্মীয় সম্প্রতি নষ্ট করার চেষ্টা চালাচ্ছে নিকৃষ্ট গোষ্ঠীরা। আর আজকে তারই ধারাবাহিকতায় সুইডেনে প্রকাশ্যে পবিত্র আল কোরআন পোড়ানোর ঘটনায় তীব্র প্রতিবাদ ও নিন্দা জানায়। সেই সাথে সকল মুসলিম কে সুইডেনের পণ্য বর্জনের আহ্বান করেন বক্তারা।

[redacted]

[redacted]

বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিব জাতীয় গোল্ড কাপ ফুটবল টুর্নামেন্ট বালক / বালিকা (অনূর্ধ্ব ১৭) উদ্বোধনী খেলা অনুষ্ঠিত হবে।

আলমডাঙ্গায় গাঁজাসহ মাদক ব্যবসায়ী গ্রেপ্তার

আলমডাঙ্গার বড়গাংনী তদন্ত কেন্দ্রের পুলিশ মাদক বিরোধী অভিযান চালিয়ে ২শ গ্রাম গাঁজাসহ নান্দবার গ্রামের আবু বক্করকে আটক করেছে। গতকাল নান্দবার ভিটাপাড়ার বিল্লাল মোড় থেকে তাকে মাদক থেকে আটক করা হয়।

জানাগেছে, উপজেলার নান্দবার গ্রামের জালাল উদ্দিনের ছেলে আবু বক্কর(৩৭) দীর্ঘদিন ধরে মাদক ব্যবসা করে আসছে। বড়গাংনী তদন্ত কেন্দ্রের এসআই শহিদুল ইসলাম ও এএসআই বাদশা আলমগীর গোপন সংবাদের ভিত্তিতে নান্দবার গ্রামে অভিযান চালায়।

এসময় আবু বক্কর পুলিশের উপস্থিতি টের পেয়ে পালানোর চেষ্টাকালে তাকে আটক করে। আটকের পর তার নিকট থেকে ২শ গ্রাম গাঁজা উদ্ধার করে।

এবিষয়ে আবু বক্করের বিরুদ্ধে আলমডাঙ্গা থানায় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রন আইনে মামলা দায়ের করা হয়েছে।

আলমডাঙ্গায় স্মার্ট বাংলাদেশ

বিনির্মাণে শিক্ষার্থীদের ট্যাবলেট বিতরণ

“স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মানের জন্য” প্রধানমন্ত্রীর শেখ হাসিনার উপহার হিসেবে সরকারি ও এমপিওভুক্ত মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও সমমানের মাদ্রাসায় অধ্যয়নরত মেধাবী শিক্ষার্থীদের মাঝে ট্যাবলেট বিতরণ করা হয়েছে।

গতকাল বৃহস্পতিবার সকালে উপজেলা প্রশাসন ও পরিসংখ্যান কার্যালয়ের আয়োজনে আলমডাঙ্গা পাইলট মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়ের হলরুমে জনশুমারি ও গৃহগণনা-২০২১ প্রকল্পের এ ট্যাবলেট বিতরণ করা হয়।

আলমডাঙ্গা উপজেলার ৪৭ টি মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও ৭ টি মাদ্রাসার মেধাবী শিক্ষার্থীদের মাঝে ১শ ১১টি ট্যাবলেট বিতরন করা হয়।

ট্যাবলেট বিতরণ অনুষ্ঠানে উপজেলা নির্বাহী অফিসার ¯স্নিগ্ধা দাসের সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি ছিলেন উপজেলা চেয়ারম্যান আইয়ুব হোসেন।

এসময় তিনি বলেন, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান যে স্বপ্ন দেখিয়েছিলেন, সেই স্বপ্ন বাস্তবায়নের লক্ষে বর্তমান সরকার নানা উদ্যোগ নিয়েছে। শিক্ষা সম্প্রসারণে বছরের প্রথম দিনে যেমন শিক্ষার্থীদের হাতে তুলে দেওয়া হচ্ছে বিনামূল্যে পাঠ্যপুস্তক, তেমনই বিনামূল্যে ট্যাব বিতরণের কর্মসূচিও শুরু করা হয়েছে। পর্যায় ক্রমে সকল শিক্ষার্থীদের হাতে ট্যাব তুলে দেওয়া হবে। প্রধানমন্ত্রী ঘোষিত স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণে শিক্ষার্থীদের দায়িত্ব নিতে হবে এবং শিক্ষার্থীদের বুদ্ধিদীপ্ত, সাশ্রয়ী, সৃজনশীল ও উদ্ভাবনী মানসিকতায় উদ্বুদ্ধ হতে হবে।

বিশেষ অতিথি ছিলেন পৌর মেয়র হাসান কাদির গনু, উপজেলা মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান কাজী মারজাহান নিতু, উপজেলা সহকারি কমিশনার রেজওয়ানা নাহিদ, মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার জিয়াউল হক, পাইলট বালিকা বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মনিরুজ্জামান।

অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন চুয়াডাঙ্গা জেলা পরিসংখ্যান কার্যালয়ের তদন্তকারী কর্মকর্তা মফিজুল হক। কলেজিয়েট স্কুলের উপাধ্যাক্ষ শামীম রেজার উপস্থাপনায় উপস্থিত ছিলেন

বিভিন্ন শিক্ষকা প্রতিষ্ঠানের প্রধান শিক্ষক, সহকারি প্রধান শিক্ষক ও সহকারি শিক্ষকসহ ৫৬টি শিক্ষা মেধাবী শিক্ষার্থী।

আলমডাঙ্গা জেহালা ইউপি চেয়ারম্যান সিলনের বিরুদ্ধে সংবাদ সম্মেলন

আলমডাঙ্গা উপজেলার জেহালা ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান ও যুবলীগের সভাপতি মকলেছুর রহমান সিলনের বিরুদ্ধে প্রাণ নাশের হুমকির অভিযোগ এনেছেন যুবলীগ কর্মী মো. কামাল হোসেন।

সংবাদ সম্মেলনে ইউনিয়ন যুবলীগ কর্মী কামাল হোসেন গতকাল বৃহস্পতিবার রাতে জীবনের নিরাপত্তা চেয়ে সংবাদ সম্মেলন করেছেন। চেয়ারম্যানের মাদক ব্যবসা না করায় বিভিন্ন ভাবে তার ওপর হামলা চালিয়ে জীবন নাশের হুমকি দেয়া হয়েছে বলে জানান তিনি। এছাড়াও তার বাড়িতে রাত-দিনে পুলিশ পাঠিয়ে হয়রাণীর শিকার হচ্ছেন।

সংবাদ সম্মেলনে কামাল হোসেন বলেন, গত ২০২১ সালে জেহালা ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনে মকলেছুর রহমান সিলন বিজয়ী হন। তিনি জেহালা ইউনিয়ন যুবলীগের সভাপতি হিসেবেও দায়িত্বপালন করছেন। চেয়ারম্যান সিলন নির্বাচনে বিজয়ী হবার পর থেকে মাদকব্যবসায় জড়িয়ে পড়েন। কিন্তু আমি কৃষি কাজ করে পরিবারের সংসার চালায়। সে আমাকে বিভিন্ন প্রলোভন দেখিয়ে তার সাথে চলাচল করতে বলে।

জোরপূর্বক ২০২২ সালে গোপনে মোটরসাইকেলে মাদক পাঠিয়ে কেদারনগর গ্রামে পৌঁছে দিতে বলেন। আগেই র্যাবের উপস্থিত রাখেন চেয়ারম্যান সিলন। র্যাব খুঁজছে ও মামলার হুমকি দিয়ে একপর্যায়ে সিলনের নির্দেশে চুয়াডাঙ্গা কোর্টে আত্নসমর্পন করি। সে নিজেই কোর্টের মাধ্যমে জেল হাজত থেকে জামিন করে। জেল থেকে বেরিয়ে তার মাদকব্যবসার সাথে জড়িয়ে ফেলে। এছাড়াও সে আমার বিরুদ্ধে কোন মামলা হবে না বলে প্রতিশ্রুতি দেয়।

তিনি আরো বলেন, গত দেড় বছর যাবৎ মাদকব্যবসার পাশাপাশি তার অন্যান্য অপরাধ মূলক কাজে জড়িয়ে পড়ি। ইতোমধ্যে পুলিশি অভিযান চলার কারণে আমি পরিবার ও সমাজের চাপে মাদক ব্যবসা থেকে বেরিয়ে আসি। কিন্তু চেয়ারম্যান জোরপূর্বক মাদক ব্যবসা করতে বিভিন্ন কৌশল অবলম্বন করছে। চেয়ারম্যানের নেতৃত্বে দিনে-রাতে অপরিচিত ব্যাক্তি বাড়িতে গিয়ে প্রাণ নাশের হুমকি দিচ্ছে। আমি সংবাদ সম্মেলনের মাধ্যমে প্রশাসনের দৃষ্টি আকর্শন করছি। আমি স্বাভাবিক জিবনে ফিরে আসা সহ প্রশাসনের মাধ্যমে জানমালের নিরাপত্তা কামণা করছি।

হাসেম রেজার বিরুদ্ধে দর্শনায় মানববন্ধন

প্রকাশ্যে পুলিশের সামনে জনগনের উপস্থিতিতে সাংবাদিকের মাথায় পিস্তল ঠেকিয়ে হত্যার চেষ্টা সহ চাঁদাবাজি মামলাবাজ ঘরবাড়ি লুণ্ঠন জোর করে জমি জায়গা দখল সহ অসংখ্য মানুষকে মেরে আহত করার প্রতিবাদে মানববন্ধন করেছেন কুড়ালগাছি ইউনিয়নের জনগণ।

আজ বৃহস্পতিবার বেলা ১১ টার দিকে দর্শনা প্রেসক্লাবের সামনে এ মানববন্ধন করেন কুড়ালগাছি ইউনিয়নের জনগণ।

মানববন্ধনে বক্তব্য রাখেন কুড়ুলগাছি ইউনিয়ন আ.লীগের সহ-সভাপতি কাফিউদ্দিন টুটুল, সাংবাদিক শিমুল রেজা, মাসুদ রানা, কফিল উদ্দিন,তারা বলেস, হাসেম রেজা নব্য আ’লীগের তার পরিবারের লোকজন এখনো জামাতপন্থী। তিনি রাতারাতি অবৈধ অর্থ মালিক হয়ে এলাকায় আধিপত্য বিস্তারের লক্ষ্যে এলাকার চিহ্নিত সন্ত্রাসীদের সাথে নিয়ে এলাকায় ত্রাস সৃস্টি মাধ্যমে নিরীহ জনগণের উপর হামলা মামলা করে চলেছেন। আমাদের দেয়ালে পিঠ গেছে।হাসেম রেজাকে যতক্ষণ পর্যন্ত গ্রেফতার করা না হবে আমাদের এই আন্দোলন চলতে থাকবে। পুলিশের ভূমিকা রহস্যজনক।

পুলিশের সামনে হাসেম রেজা সাংবাদিক শিমুল রেজার মাথায় পিস্তল ঠেকিয়ে হত্যার চেস্টা করলেও পুলিশ কোন ভূমিকা রাখে নাই। আমরা

বারবার মামলা করতে গেলে মামলা গ্রহণ না করে বিভিন্ন তালবাহানা করেই চলেছে। এখনো পর্যন্ত আমাদের গ্রামের দুইজন আহত অবস্থায় হাসপাতালে ভর্তি আছে। স্থানীয় সাংবাদিক, রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ সহ এমপি মহোদয় মামলা গ্রহণের কথা বললেও রহস্যজনক কারণে মামলা গ্রহণ করছে না। পুলিশ যদি মামলা গ্রহন না করে আমরা এসপি অফিসের সামনে অবস্থান ধর্ম ঘাটে যাব। অতিদ্রুত মামলা গ্রহন করে হাসেম রেজা গ্রেফতারে দাবি জানাচ্ছি।

সাংবাদিক শিমুল রেজার কাছে জানতে চাইলে তিনি জানান আমরা দুই বন্ধু কার্পাসডাঙ্গা বাজারে বসে ছিলাম। কিছু বুঝে ওঠার আগেই হাশেম রেজা ও তার দুই ছেলে সৈকত (২১) ও শুভ (২২), মোক্তারপুরের আকরাম (২৮), কার্পাসডাঙ্গার মধু (৪২) সহ অজ্ঞাতনামা আরও ২/৩ জনকে সাথে নিয়ে প্রাইভেটযোগে হাজির হয়। তিনি গাড়ি থেকে নেমেই আমাকে অকথ্য ভাষায় গালাগালি শুরু করেন। একপর্যায়ে আমাকে জোরপূর্বক টেনে হেঁচড়ে প্রাইভেটে তুলে নেয় এবং একটি সারের গোডাউনে নিয়ে হাত-পা বেঁধে আটকে রাখে। খবর পেয়ে দর্শনা থানা পুলিশ আমাকে উদ্ধার করে।

উল্লেখ্য সংবাদ প্রকাশের জের ধরে হাশেম রেজা সম্প্রতি শিমুল রেজা নামের এক সাংবাদিককে কার্পাসডাঙ্গা বাজার থেকে জোরপূর্বক অপহরণ করে প্রাইভেটযোগে তুলে নেয় এবং একটি পরিত্যক্ত সারের গোডাউনে নিয়ে হাত-পা বেঁধে শারীরিক নির্যাতন চালান সাংবাদিক শিমুল রেজা উপর।

অপহরণের বিষয়টি পুলিশকে জানালে দর্শনা থানা পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে তাকে উদ্ধারের করেন। আওয়ামী লীগ নেতা হাশেম রেজা ক্ষিপ্ত হয়ে পুলিশের সামনেই সাংবাদিক শিমুল রেজাকে চড়-থাপ্পড় মারেন এবং মাথায় পিস্তল ঠেকিয়ে হত্যার হুমকি দেয়। পুলিশের সামনেই সাংবাদিকের মাথায় পিস্তল ঠেকানোর ঘটনায় বিব্রতকর পরিস্থিতিতে পড়েন পুলিশ কর্মকর্তা দর্শনা থানার পরিদর্শক (অপারেশন) নিরব হোসেন ও এসআই টিপু সুলতান। তিনি হাশেম রেজাকে মাথা গরম করতে নিষেধ করেন।

এবিষয়ে হাসেম রেজা জানান, অপহরণের কোন ঘটনা ঘটেনি। আমাদের উভয় পক্ষের মামলাগুলো মিমাংসা করার জন্য কার্পাসডাঙ্গা বাজার থেকে আমার গাড়িতে করে কুড়ালগাছি বাজারে নিয়ে আসি। এলাকার মানুষদের সাথে নিয়ে মীমাংসা করার কথা ছিল কিন্তু কে/বা কারা শিমুলকে অপহরন করা হয়েছে মিথ্যা গুজব ছড়াতে থাকে। পুলিশ এসে শিমুলকে রাস্তার

পাশে বসা অবস্থা পায়। পরে শিমুল তার দাদার সাথে বাড়িতে চলে যায়।

চুয়াডাঙ্গাসহ ৫ জেলায় কম্পিউটার প্রশিক্ষণার্থীদের মাঝে সার্টিফিকেট বিতরণ

চুয়াডাঙ্গা-মেহেরপুরসহ ৫ জেলায় কম্পিউটার প্রশিক্ষণার্থীদের মাঝে সার্টিফিকেট বিতরণ করা হয়েছে। আজ বৃহস্পতিবার বেলা ১২টায় ভিডিও কনফারেন্সে যুক্ত হয়ে সার্টিফিকেট বিতরণের উদ্বোধন করেন মাগুরা ১ আসনের সংসদ সদস্য সাইফুজ্জামান শিখর। তিনি বলেন পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীকে মূল ধারায় নিয়ে আসায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর লক্ষ্য। সেই লক্ষেই বর্তমান সরকার কাজ করে যাচ্ছে। এই কারনে পিছিয়ে পড়া

জনগোষ্ঠীকে কম্পিউটার ও ড্রাইভিং প্রশিক্ষণ দিয়ে দক্ষ করে গড়ে তোলা হচ্ছে। যাতে তারা নিজেদের পায়ে দাড়াতে পারেন। তোমরা যারা আজ সার্টিফিকেট পাচ্ছো এর সদ ব্যবহার করবে।

বহুমুখী মানব কল্যাণ সংস্থার নির্বাহী চেয়ারম্যান সিনিয়র সাংবাদিক আহমেদ পিপুলের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের সহকারী অধ্যাপক ডা. সাইফুল্লাহ রাসেল।

বিশেষ অতিথির বক্তব্য রাখেন চুয়াডাঙ্গায় সরকারি কলেজের সাবেক অধ্যক্ষ অধ্যাপক সিদ্দিকুর রহমান, চুয়াডাঙ্গা সমাজসেবা কার্যালয়ের উপ পরিচালক সিদ্দিকী সোহেলী রশীদ, মাগুরা সমাজসেবা কার্যালয়ের উপ পরিচালক আসাদুল ইসলাম, ঝিনাইদহ সমাজসেবা কার্যালয়ের উপ পরিচালক আব্দুল লতিফ শেখ। অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন সংস্থার নির্বাহী পরিচালক ও সিনিয়র সাংবাদিক বিপুল আশরাফ।

বহুমুখী মানব কল্যাণ সংস্থার চুয়াডাঙ্গা, মেহেরপুর, কুষ্টিয়া, ঝিনাইদহ ও মাগুরা জেলা কার্যালয় থেকে একযোগে সার্টিফিকেট বিতরণ অনুষ্ঠিত হয়। ইতিমধ্যে বহুমুখী মানব কল্যাণ সংস্থা থেকে বিভিন্ন

সময়ে ২ মাসের কম্পিউটার অফিস অ্যাপ্লিকেশন কোর্স সম্পন্ন করেছেন প্রায় দুই হাজার আটশত শিক্ষার্থী। এর মধ্যে চলতি বছরের ৬ জানুয়ারিতে কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের পরীক্ষায় অংশ নেয় ৯০৮ শিক্ষার্থী। পাশ করেছে ৭৪০ জন। পাসের হার ৮০ ভাগ। কম্পিউটার ও ড্রাইভিং প্রশিক্ষণ নিয়ে অনেকেই চাকুরী করছেন। আবার কেউবা দোকান দিয়ে ব্যবসা করছেন। প্রশিক্ষন নিয়ে যারা এখনো বেকার বসে আছেন তাদেরকে চাকরি দেওয়ার ব্যবস্হা করছেন বলে জানালেন সংস্থার নির্বাহী চেয়ারম্যান আহমেদ পিপুল। এদিকে যারা ড্রাইভিং প্রশিক্ষণ নিয়ে বিআরটিএ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছেন তাদের হাতে স্মার্ট কার্ড তুলে দেয়া হয়।

“দুস্হ, বিধবা, স্বামী পরিত্যক্ত ও হতদরিদ্র জনগোষ্ঠীকে প্রশিক্ষনের মাধ্যমে আর্থ সামাজিক অবস্হার উন্নয়ন” প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে সমাজসেবা অধিদপ্তর এবং বহুমুখী মানব কল্যাণ সংস্থা।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি সুযোগ লাভ করা সুমির পাশে চুয়াডাঙ্গা জেলা প্রশাসক

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির সুযোগ লাভ করা এক হতদরিদ্র মেয়ের পাশে দাঁড়ালেন চুয়াডাঙ্গা জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ আমিনুল ইসলাম খান।

চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলার পদ্মবিলা ইউনিয়নের হায়দারপুর গ্রামের মোঃ আলামিন শেখ ও মোছাঃ রুজিনা বেগম দম্পতির মেয়ে মোছাঃ সুমি খাতুন ২০২২-২৩ শিক্ষাবর্ষে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে সি-ইউনিট এ মেধা তালিকায় ২১২তম স্থান অর্জন করে।

দরিদ্র পরিবারের মেয়ে সুমি অর্থাভাবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সুযোগ পেয়েও ভর্তি হতে পারবে কিনা তা নিয়ে অনিশ্চয়তা দেখা দেয়। সে খবর শোনামাত্র চুয়াডাঙ্গা জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ আমিনুল ইসলাম খান

সুমিকে ১৫০০০/- অর্থ সহায়তা প্রদান করেন এবং ভবিষ্যতে পাশে থাকবেন বলে আশ্বস্ত করেন । একইসাথে ভালোভাবে পড়াশোনা করে দেশ,জাতি ও সমাজের পাশে দাঁড়ানোর জন্য সেভাবে নিজেকে যোগ্য করে তোলার পরামর্শ প্রদান করেন।

চুয়াডাঙ্গায় যুব মহিলা লীগের ২১তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিক পালিত

নানা কর্মসূচির মধ্য দিয়ে চুয়াডাঙ্গায় যুব মহিলা লীগের ২১তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিক পালন করা হয়েছে। ২১তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিক উপলক্ষে চুয়াডাঙ্গা জেলা যুব মহিলা লীগের পক্ষ থেকে র্যালি আলোচনা সভা ও কেক কাটা অনুষ্ঠিত হয়।

বৃহস্পতিবার সকাল সাড়ে সাতটার সময় দলীয় ও জাতীয় পতাকা উত্তোলনের মধ্য দিয়ে শুরু হয় দিনের কার্যক্রম। বেলা সাড়ে দশটার সময় চুয়াডাঙ্গা জেলা যুব মহিলা লীগের কার্যালয় হতে এক বর্ণাঢ্য র্যালি বাহির হয়ে চুয়াডাঙ্গা বড় বাজার মুক্ত মঞ্চে এসে র্যালিটি শেষ হয়।

র্যালি পরবর্তী আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি ছিলেন চুয়াডাঙ্গা জেলা যুব মহিলা লীগের সভাপতি আফরোজা পারভিন। এ সময় তিনি বলেন, ২০০২ সালের ৬ জুলাই বিরোধী দলে থাকতে তৎকালীন বিরোধীদলীয় নেত্রী ও বর্তমান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ছাত্রলীগের একঝাক সাবেক নেত্রীদের নিয়ে যুব মহিলা লীগ গঠন করেন। সেই সময় রাজপথে আওয়ামী লীগের সকল কর্মসূচীতে অংশগ্রহণের পাশাপাশি যুব মহিলা লীগের নেতাকর্মীরা বিএনপি-জামায়াত জোট সরকারের জুলুম-নির্যাতনের বিরুদ্ধে সাহসী আন্দোলন গড়ে তোলে দেশব্যাপী সুপরিচিতি লাভ করে।

র্যালি ও আলোচনা সভায় আরও উপস্থিত ছিলেন চুয়াডাঙ্গা জেলা যুব মহিলা লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক আলিজা খাতুন, সহ-সভাপতি-পূর্ণিমা হালদার,

সদর উপজেলা যুব মহিলা লীগের সভাপতি-কাজলী আক্তার, সাংগঠনিক

সম্পাদক সপ্না খাতুন চিনি, দামুড়হুদা উপজেলা ভাইস চেয়ারম্যান শাহেদা খাতুন,আলমডাঙ্গা উপজেলার যুব মহিলা লীগের সভাপতি মনিরা খাতুন,সাধারণ সম্পাদক জাহানারা খাতুন, চুয়াডাঙ্গা পৌর ৯নং ওয়ার্ড সভাপতি-আরজিনা খাতুন, সাধারণ সম্পাদক বেবি, সাংগাঠনিক সম্পাদক মিতা রানী, ৬ নং ওয়ার্ড সভাপতি রুপালি, সাধারণ সম্পাদক ফাহিমা, ২নং ওয়ার্ড কমিটির অর্থ সম্পাদক শিউলি সহ চুয়াডাঙ্গা জেলা ও উপজেলা যুব মহিলা লীগের নেতৃবৃন্দ